বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল

জুন, ২০২২

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ

সিলেট

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সিলেট জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল। আশার কথা আমরা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য একটি সমন্বিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে পেরেছি।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

(শামীম আহমদ শামীম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সিলেট জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। ”বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা” করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এ পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই এ পুস্তিকা প্রণয়নে যারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

(লুসিকান্ত হাজং)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ উপজেলার পটভূমি

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হিসেবে কোম্পানীগঞ্জ বিশেষভাবে পরিচিত। প্রত্নতত্ব, নৃতাত্ত্বিক এবং ভূতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিশেষণ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের মিলনক্ষেত্র হিসেবে কোম্পানীগঞ্জ-কে বর্ণনা করা যথোপযুক্ত । ১৭৭৯ সালে খাসিয়ারা ভোলাগঞ্জের পান্ডুয়া গ্রামে ব্যবসায়ীদের উপর আক্রমণ করেছিল, যারা ইউরোপীয়দের কাছ থেকে নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। অনেক বণিক সিলেটের কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে কে অনুরোধ করেছিলেন যাতে খাসিয়াদের থেকে তাদের বাঁচাতে একটি ছোট ইটের দুর্গ তৈরি করে দেন।

১৭৮৯ সালে, সিলেটের কালেক্টর জন উইলস পান্ডুয়ায় অনেক সিপাহী স্থাপন করেছিলেন। খাসিয়ারা অবশ্য তাদের আক্রমণ চালিয়া যায়, থানাদার ও বহু সিপাইকে হত্যা করে। দুই ইউরোপীয় বণিক পালিয়ে গিয়ে ঘটনাটি উইলিসকে জানাতে সক্ষম হয়েছিল, যিনি এটি কলকাতায় সরকারের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন। এরপরে একটি বাহিনী সেখান থেকে পান্ডুয়া গ্রামে প্রেরণ করা হয়েছিল, যদিও এটি রক্তহীন পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। উইলস সরকারকে আরও বলেছিলেন যে খাসিয়া সেনারা প্রতিটি আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মেসেঞ্জারের শিরশ্ছেদ করবেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে এমনকি তারা যেমন সিলেটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ততই উত্তর সিলেটের উপর তার সত্যই নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৭৯৫ সালে খাসির আরেকটি অভিযান ঘটে এবং এর অনেক বছর পরে খাসিয়ারা তাদের পাহাড়েই রয়ে গিয়েছিল এবং সমভূমিগুলিকে ঝামেলা করে না। ১৯৭৬ সালে কোম্পানিগন্জ থানাটি ধলাই নদীর তীরে বুরদেও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বর্তমান কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত তবে এর মধ্যে রয়েছে ইসলামপুর ইউনিয়ন (ছাতক), জালালাবাদ ইউনিয়ন (সিলেট সদর) পাশাপাশি রুস্তমপুর ও তোয়াকুল ইউনিয়ন (গোয়োইনঘাট)। থানা তৈরির কারণ ছিল শহরে যাওয়ার কোনও প্রধান রাস্তা ছিল না এবং বর্ষাকালে নদীর একমাত্র প্রবেশ পথ ছিল। এই অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক খাতে প্রবল উপস্থিতি ছিল এবং তাই এর নামকরণ করা হয় কোম্পানীগঞ্জ।

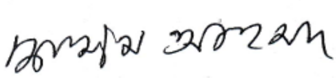

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র:

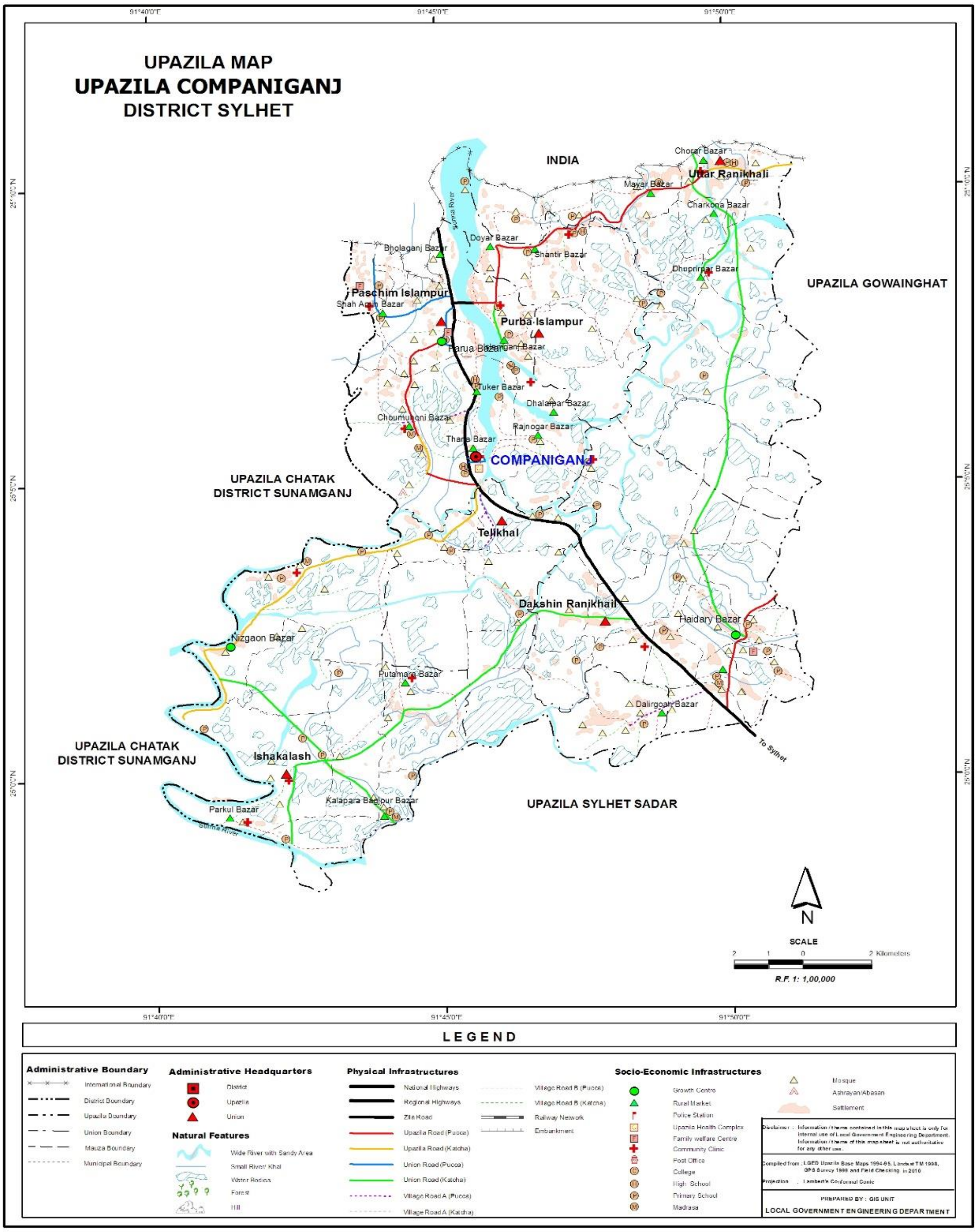

উপজেলার ঐতিহ্য

এখানে ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারী রয়েছে। যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে থাকে। এই পাথর কোয়ারী বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম কোয়ারী। কোম্পানীগঞ্জে বিভিন্ন হাওর রয়েছে। এবং এই হাওরের বিলগুলো থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমান মাছ উৎপাদন হয়ে থাকে। এই মাছ স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় রপ্তানি হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে রয়েছে মনিপরীদের তৈরী ঐতিহ্যবাহী পোশাক।

উপজেলাধীন ইউনিয়নসমূহ

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বর্তমানে ৬টি ইউনিয়ন রয়েছে। **ইউনিয়নসমূহ:**

- ১নং ইসলামপূর পশ্চিম
- ২নং ইসলামপুর পূর্ব
- ৩নং তেলিখাল
- ৪নং ইছাকলস
- ৫নং উত্তর রণিখাই
- ৬নং দক্ষিণ রণিখাই
- ১৯৭৬ সালে স্থাপিত পুলিশ ফাঁড়ি ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। এতে ৭৪টি মৌজা এবং ১৫৮টি গ্রাম রয়েছে।

দর্শনীয় স্থান:

ভোলাগঞ্জ বাংলাদেশের সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার একটি দর্শনীয় স্থান। সিলেট শহর হতে ৩৩ কিলোমিটার দূরবর্তী ও ভারতের চেরাপুঞ্জি সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তর পাথর আহরণকারী স্থান এটি। ভারতের আসাম প্রদেশের রাজধানী শিলংয়ে একসময় লোকজন এ রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতেন। কালের পরিক্রমায় এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রজ্জুপথ। নাম ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে। দেশের সর্ববৃহৎ ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারির অবস্থানও এ এলাকায়। রোপওয়ে, পাথর কোয়ারি আর পাহাড়ি মনোলোভা দৃশ্য অবলোকনে প্রতিদিনই পর্যটকদের আনাগোনা চলে। পাহাড়ী ঝর্ণাধারা থেকে সৃষ্ট ধলাই নদী ভারত থেকে ভোলাগঞ্জের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রতি বর্ষায় ধলাই নদীর স্রোতে বাংলাদেশে প্রবেশ করে অসংখ্য পাথর। ভোলাগঞ্জ সীমান্তে হাঁটুপানির ধলাই নদীতে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পাথর। দূরের পাহাড়গুলোর উপরে মেঘের ছড়াছড়ি সাথে একটা-দুটো ঝর্ণা। নদীর টলমলে হাট জলের তলায় দেখা যায় বালুর গালিচা। চিকমিক বালু আর ছোট-বড় পাথর মিলে এখানে যেন তৈরি হয়েছে পাথরের রাজ্য।

- ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে
- সাদা পাথর পর্যটন কেন্দ্র
- ভোলাগঞ্জ স্থল শুল্ক স্টেশন

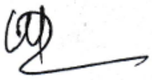

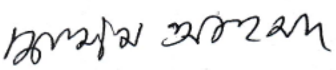

খেলাধুলা ও বিনোদনঃ

খেলাধুলার ক্ষেত্রে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। উপজেলাতে বিনোদনের অন্যতম মধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। উপজেলাতে খেলাধুলার জন্য কোন স্টেডিয়াম না থাকলেও উপজেলার সর্বত্র খোলা মাঠে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে স্থানীয় জনগণ অবসর সময়ে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হাডুডু, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ গ্রামীন আদি খেলা হতে শুরু করে বিদেশী খেলাধুলার ও প্রচলন রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে এলাকার যুব সমাজ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানে বছরের শুরুতে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সাথে চালু আছে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সংগঠন। আরও রয়েছে চিত্ত বিনোদনের জন্য শিল্পকলা একাডেমী সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন।

ভৌগলিক পরিচিতি

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বাংলাদেশের একটি উপজেলা যা সিলেট বিভাগের সিলেট জেলার অন্তর্ভূক্ত। ২৪±৫৮ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৫±১১ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৯১±৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯১±৫৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত এই উপজেলাটির উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য; দক্ষিণে সিলেট সদর, গোয়াইনঘাট ও ছাতক উপজেলা; পূর্বে গোয়াইনঘাট উপজেলা এবং পশ্চিমে ছাতক উপজেলা। জেলা সদর হতে ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই উপজেলাটি বাংলাদেশ - ভারত সীমান্তে অবস্থিত।

জলাশয়/ প্রধান নদী: সুরমা ও পিয়াইন। বাওয়া, লালী, লোবা, পোকো হাওর এবং পানিছাপড়া, নীগার, রাউতি, কালেঙ্গা বিল উল্লেখযোগ্য। প্রশাসন কোম্পানিগঞ্জ থানা গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

১.	জেলা সদর হতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দুরত্ব	:	সড়ক পথে- ৩০ কিঃ মিঃ
২.	আয়তন	:	২৯৬.৬০ বর্গ কিঃ মিঃ
৩.	সীমানা	:	পূর্বে- গোয়াইনঘাট উপজেলা, পশ্চিমে-ছাতক উপজেলা, উত্তরে-ভারত, দক্ষিণে- সিলেট সদর উপজেলা।
৪.	ইউনিয়নের নাম ও সংখ্যা	:	০৬ টি, (১) ইসলামপুর পশ্চিম (২) ইসলামপুর পূর্ব (৩) তেলিখাল (৪) ইছাকলস (৫) উত্তর রণিখাই (৬) দক্ষিণ রণিখাই।
৫.	মৌজা ও গ্রামের সংখ্যা	:	মৌজা-৭৬টি, গ্রাম- ১৫৮ টি।
৬.	জন সংখ্যা	:	১,৭৪,০২৯ জন, পুরুষ-৮৯,৬৪৯ জন, মহিলা-৮৪,৩৮০ জন।
৭.	ভোটার সংখ্যাঃ	:	৭৬,৮৬৯ জন, পুরুষ-৩৮,৬৪৮ জন, মহিলা-৩৮,২২১ জন।
৮.	জমির পরিমাণ (একরে)	:	৭৩,৩৩০.৩৮ একর, কৃষি-৫৮,৮৭৭.৮০ একর, অকৃষি-১৪,৪৫২.৫৮ একর।
৯.	খাস জমির পরিমাণ	:	৬,৯৩৪.১৭ একর, কৃষি-৬,৩০৯.৭৭ একর, অকৃষি-৬২৬.৪০ একর।
১০.	অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	:	১,৫৪০.২৯ একর, লীজভূক্ত-৪৫৩.৯৬ একর, লীজ বর্হিভূত-১০৮৬.৩৩ একর।
১১.	শিক্ষার হার	:	২৮.৮%।
১২.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	সরকারি-৩২ টি, বেসরকারি-৩২ টি, কমিউনিটি-নাই।
১৩.	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	০৩ টি।
১৪.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	সরকারি-০১টি, বেসরকারি-১২টি।
১৫.	কলেজের সংখ্যা	:	সরকারি-নাই, বেসরকারি-০৪ টি।
১৬.	মাদ্রাসার সংখ্যা	:	আলিম মাদ্রাসা- ০১টি, দাখিল মাদ্রাসা- ০১টি, কওমী-১৭টি, অন্যান্য-১০টি।
১৭.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	:	মসজিদ-২৫৪টি, মন্দির-৩১টি, অন্যান্য-নাই।
১৮.	রাস্তাসড়কের পরিমাণ	:	পাকা-৬১.৭২ কিঃ মিঃ, এইচএসবি-৪.৩০ কিঃ মিঃ, কাঁচা-২৬৭.৩৪ কিঃ মিঃ
১৯.	সায়রাত মহালের সংখ্যা	:	হাটবাজার-১৭টি, বালুমহাল-০৩টি, জলমহাল-৪৬টি, পাথরমহাল-০৩টি, অন্যান্য-নাই।
২০.	আবাসন/আশ্রয়ন ও আদর্শ গ্রামের সংখ্যা	:	আবাসন-০৩টি, আশ্রয়ন-০১টি, আদর্শ গ্রাম-০৩টি, গুচ্ছগ্রাম-০১টি।

২১.	জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ও শতকরা হার (মার্চ/১৪)	:	১,৬৩,৯০০ জন, ৯৪.৭২%।
২২.	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ও শতকরা হার (মে/১৪)	:	১৩,৬৬২টি, ৫৫.৩৭%।
২৩.	সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	:	২৫,৬২৯ জন।
২৪.	পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারী দম্পতির সংখ্যা ও শতকরা হার (মে/১৪)	:	১৯,১৫৪ জন, ৭৪.৭৪%।
২৫.	ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ও নাম	:	শাখা-৮টি, সোনালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাক লিঃ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (শাখা-২টি), উত্তরা ব্যাংক লিঃ, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ

উল্লেখযোগ্য ও বড় প্রতিষ্ঠানসমূহ কলেজ সমূহ

- এম সাইফুর রহমান ডিগ্রী কলেজ
- ইমরান আহমদ করিগরি কলেজ
- শহীদ স্মৃতি টুকের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
- ভাটরাই উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
- পাড়ুয়া আনোয়ারা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

দাখিল ও আলিম মাদরাসা

- নতুন মেঘারগাঁও মাদিনাতুল উলুম দাখিল মাদরাসা
- কলাপাড়া যৌগিরগাঁও হাফিজিয়া জালালিয়া দাখিল মাদরাসা
- পাড়ুয়া নোয়াগাঁও ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা
- কাঁঠালবাড়ী চৌমুহনীবাজার আলীম মাদরাসা

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

- পূর্ণছগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়।
- বর্নি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- রণিখাই হুমায়ুন রশীদ উচ্চ বিদ্যালয়
- দলইরগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়
- কোম্পানীগঞ্জ থানা সদর মডেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
- ঢালারপাড় উচ্চ বিদ্যালয়
- তেলিখাল উচ্চ বিদ্যালয়
- ছনবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়
- কলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়
- শিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়
- পারকুল উচ্চ বিদ্যালয়

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ

- দিগলবাঁকেরপাড়-ফেদেরগাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- চাটিবহর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

<u>উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ</u>

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	এালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	০	১
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	২	১
৫	জিপ চালক	১	০	১
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	১	১	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১	০

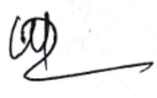

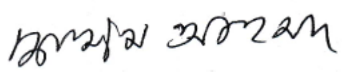

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি

* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা

* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান

* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং

* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

<u>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচীসমূহ ঃ</u>

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এছাড়া নানাবিধ উ্ন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত। কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন

* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
* সেবাদান মূলক
* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

<u>মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজসমূহঃ</u>

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্য়ক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশ্রগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী

- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৫০০/-করে।
- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৫০০/- করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=৪০০ জন।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিাধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ্ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত,দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন্" এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত হস্থশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্থহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছেঃ ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় একটি টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং একটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন একটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি

পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে এ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসারেও উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গ্রহণ করে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

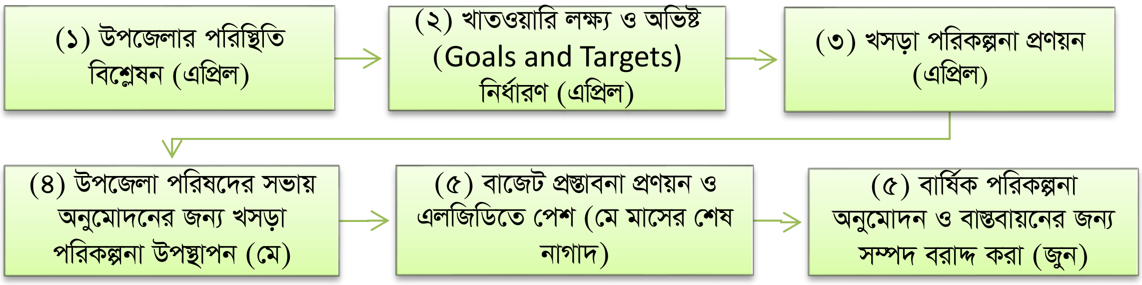

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য একটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	**দায়িত্বশীল ব্যক্তি**	**স্থান**	**সময়সীমা**	**পদ্ধতি**
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়

উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

<table>
<tr><th>জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প</th><th>স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প</th><th>শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ</th><th>অন্যান্য প্রকল্প</th></tr>
<tr><td>উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ</td><td>উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td><td rowspan="4">শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ
ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি/ অবকাঠামোগত ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প</td><td rowspan="4">সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প
এনজিওসমূহের প্রকল্প
সিএসও'র প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td>জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প</td><td>জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প</td><td>ইউজিডিপি প্রকল্পসমূহ</td></tr>
<tr><td>ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ</td></tr>
</table>

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রূপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্মেড়ব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় ও সেবারমান বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী সেবা প্রাপ্তিতে অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	২০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	১৭৫ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ধ রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	১৫০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্যোগের অভাব	১০ টি গভীর টিওবয়েল স্থাপন করা হচ্ছে	১৫০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেনী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বারবে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেনী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৩০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে

	হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার						
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞ্যান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাষ্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে গফরগাঁও উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

ইং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাষ্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ৬ টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। এলাকায় ১ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ১৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ	১। ৮০ টি স্কুলে মিড ডে চালু

			২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	২। ১৫০ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী ২। ৩০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ২০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যন্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৩০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৪০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ২০০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ১০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,১০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৮ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ৪০ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১৫০ টি উঠান বৈঠক ২। ৩৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ১২ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
		সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকলটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌচ্ছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।		ডিসেম্বর,২০২৪

এডিপি ও রাজস্ব উদ্বৃত্ত খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) সম্ভাব্য প্রকল্পের তালিকাঃ

এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০১	(ক) তেলিখাল ইউপির রামাইল জামে মসজিদের সামনা হতে মনির মোল্লা মেছাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি পাকা করন।	৩০০০০০.০০
	(খ)তেলিখাল ইউপির চাতলপাড় বাজার হতে চাতলপাড় জামে মসজিদের সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	২৮৬৬০০.০০
মোট =		৫৮৬৬০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০২	(ক) ইসলামপুর পশ্চিম ইউপির ভোলাগঞ্জ নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	৩০০০০০.০০
	(খ) ইসলামপুর পশ্চিম ইউপির কাঠালবাড়ী দক্ষিন পাড়ার নৌকাঘাটে জনস্বার্থে ঘাটলা নির্মাণ।	৪৩১২০০.০০
মোট =		৭৩১২০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০৩	(ক) ২নং ইসলামপুর পূর্ব ইউপির মোস্তফানগর গণি মিয়ার বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে মোস্তফানগর আলমের দোকান পর্যন্ত রাস্তা পকা করন।	৩৬২৭০০.০০
	(খ) উত্তর রণিখাই ইউপির বতুমারা নোয়াগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিনে রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ	৩১০৮০০.০০
	(গ) ধুপড়ি পাড় বাজারের সেড ঘরের উত্তর পাশের ওয়ালসহ মেরামত	
মোট =		৬৭৩৫০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০৪	(ক) ইছাকলস ইউপির পুটামারা পূর্বপাড়া কান্দি পাড়া জামে মসজিদের পাকা রাস্তা হতে নূর ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি পাকা করণ	২৪৪৫০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০৫	(খ) ইছাকলস ইউপির লামাপাড়কুল হতে নারদ বিশ্বাষ সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি পাকা করণ।	২৮০৩০০.০০
	(গ) দক্ষিন রণিখাই ইউপির খাগাইল বাজারের ভিতরের রাস্তা আরসিসি পাকা করন।	২৯৮৯০০.০০
মোট =		৮২৩৭০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০৬	ক) দক্ষিন রণিখাই ইউপির খাগাইল বাজারের ভিতরের রাস্তা পাকা করন।	২৫০০০০.০০
	(খ) দক্ষিন রণিখাই ইফপির জামেয়া মুশাহিদিয়া ক্বাসিমুল উলুম খাগাইল মাদরাসার দ্বিতীয় তলা উন্নয়ন।	৩০০০০০.০০
	(গ) দক্ষিণ রনিখাই খাগাইল বাজার রাস্তা হইতে খাগাইল দক্ষিণ পাড়া হাজী আব্দুস সালামের বাড়ীর রাস্তা আর.সি.সি ঢালাই পাকা করণ।	২০০০০০.০০

	(ঘ) দক্ষিণ রনিখাই পূর্ণাছগাম উত্তর পাড়া ইঁসলিং হইতে জোনাব আলী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আর.সি.সি ঢালাই পাকা করণ। (১০০%)	২০০০০০.০০
	(ঙ) তেলিখাল দলইরগাঁও টাইটেল মাদরাসার উন্নয়ন	২০০০০০.০০
	মোট =	১১৫০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০৭	ক) দক্ষিণ রনিখাই পশ্চিম বর্ণি বড় মসজিদের সামনের পাকা রাস্তার মূখ হইতে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আর.সি.সি ঢালাই পাকা করণ।	৩০০০০০.০০
	(খ) টাইয়াপাগলা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	২৭০০০০.০০
	(গ) চাতলপাড় মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৪০০০০০.০০
	(ঘ) গৌখালের পাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২০০০০০.০০
	মোট =	১১৭০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০৮	ক) শাহ্ আরপিন বাজার-বাহাদুরপুর রাস্তায় হযরত আলীর বাড়ীর পার্শ্বে তিন রাস্তার মোড়ে "আল্লাহু চত্বর" নির্মাণ।	২২৫০০০.০০
	(খ) ঘোড়ামারা পিআইও ব্রীজের এপ্রোচ আরসিসি পাকাকরন।	৩০০০০০.০০
	(গ) উত্তর ইসলামপুর দারুস সুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০
	(ঘ) বাহাদুরপুর-শাহ্ আরপিন বাজার রাস্তার মরা গাঙ্গে কৃষি জমির পানি চলাচলের জন্য বঙ কালভার্ট নির্মাণ।	৫০০০০০.০০
	মোট =	১২২৫০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০৯	ক) খায়েরগাঁও জলিল মিয়ার বাড়ী হতে মদিসলাম মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন।	৯০০০০০.০০
	(খ) উত্তর রাজনগর স্কুল হতে হাইয়াত আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন।	২৫০০০০.০০
	মোট =	১১৫০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/১০	ক) ইসলামপুর পূর্ব কালীবাড়ী মসজিদ/মুক্তব ভাউন্ডারী নির্মাণ।	৪০০০০০.০০
	(খ) ইসলামপুর পূর্ব ইউপির মখজুনুল উলুম কলাবাড়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন।	৩০০০০০.০০
	মোট =	৭০০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/১১	(ক) নতুন পারকুল আশিদ আলীর বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে উত্তর দিকে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন।	২০০০০০.০০
	(খ) নতুন পারকুল আরব আলীর বাড়ীর দক্ষিণের মেইন রাস্তার গার্ড ওয়াল হতে আব্দুস শহীদ এর বাড়ীর সামন গার্ড ওয়াল নির্মান	২০০০০০.০০
	(গ) বাগজুর পূর্ব পাড়া পাকা রাস্তা হইতে পূর্ব দিগে আখিলু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন।	২০০০০০.০০
	(ঘ) শিবপুর গ্রামের পূর্বে সামার কুড়ি বাঁধে কালভার্ট নিমান	১০০০০০.০০
	(ঙ) মাটিভূইটিল্লা নূরুল আমিনের বাড়ী হইতে কুতুব উদ্দিনের বাড়ী রাস্তা আরসিসি করন	১৫০০০০.০০
	(চ) ইছাকলস বিষ্ণুপুর হরিচরণ দাসের বাড়ীর সামনে হইতে রামপ্রসাদের বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তার পাশের গার্ড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০

	মোট =	১০৫০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২১-২২/১২	ক) মায়ার বাজার অসম্পূর্ন লেট্রিনের ট্যাংকি ও অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন।	১০০০০০.০০
	(খ) মাঝেরগাঁও ফুটবল খেলার মাঠস্থ ক্লাব ঘরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন।	১৫০০০০.০১
	(গ) দুবড়ীরপাড় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ডেস্ক-বেঞ্চ, আলমারী ও ব্লাক বোর্ড সরবরাহ	২৪০০০০.০০
	(ঘ) মায়ার বাজার দুবড়ীরপাড় রাস্তায় আমিন মুল্লার বাড়ীর সামনের ভাঙ্গা রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	৩০০০০০.০০
	(ঙ) রণিখাই হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী উচ্চ বিদ্যা: টিন সেড ঘর সংস্কার।	১৫০০০০.০০
	মোট =	৯৪০০০০.০১
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/১৩	ক) দক্ষিণ রণিখাই ইউনিয়নের জনসাধারনদের বিশুদ্ব পানি সরবরাহের জন্য পানি সরবরাহ।	**৫০০০০০.০০**
	(খ) দরাকুল উত্তর পাড়া গ্রামের বশির মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় আরসিসি করন	**২০০০০০.০০**
	(গ) বর্নি মোকাম বাড়ীর সামনে রাস্তায় আরসিসি ঢালাই	**২০০০০০.০০**
	মোট =	**৯০০০০০.০০**
	মোট টেন্ডার =	**১১১০০০০০.০১**
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/১৪	৪নং ইছাকলস ইউনিয়নের নতুন পারকুল আশিদ আলী বাড়ী সামনা হতে উত্তর দিকের ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন	**১০০০০০.০০**
	ইছাকলস ইউনিয়নের নতুন পারকুল গোপাট বাড়ী এলজিএসপি পাকা রাস্তা হতে সোহেল মিয়ার বাড়ীর সামনা পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন	**২০০০০০.০০**
	মোট পিআইসি=	
	অফিস আনুষাঙ্গিক ব্যয়প্রদান।	**৫৬০০০.০০**
	মোট	**১১১৫৬০০০.০১**
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/১৫	উপজেলা পরিষদ ভবন মেরামত	**১৫০০০০০.০০**
	মোট =	১৫০০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/০১৬	করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) বিস্তাররোধকল্পে অসুস্থদের স্বাষ্থ্য সেবা, গরীব ও অসহায়দের মধ্যে ত্রান বিতরণ এবং শ্রীঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সেচ্ছা সেবক ও জনসাধারনের জন্য স্বাষ্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ বাবদ প্রকল্প সভাপতি জনাবা আয়শা বেগম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	২০০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/১৭	করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) বিস্তাররোধকল্পে অসুস্থদের স্বাষ্থ্য সেবা, গরীব ও অসহায়দের মধ্যে ত্রান বিতরণ এবং শ্রীঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সেচ্ছা সেবক ও জনসাধারনের জন্য স্বাষ্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ বাবদ প্রকল্প সভাপতি জনাবা আয়শা বেগম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট কে প্রদ	২০০০০০.০০
এডিপি/কোম্পা/২০২২-২৩/১৮	করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) বিস্তাররোধকল্পে অসুস্থদের স্বাষ্থ্য সেবা, গরীব ও অসহায়দের মধ্যে ত্রান বিতরণ এবং শ্রীঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সেচ্ছা সেবক ও জনসাধারনের জন্য স্বাষ্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ ও বিতরণ বাবদ প্রকল্প সভাপতি জনাব ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান, উপজেলা স্বাষ্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাষ্থ্য কমপ্লেক্স কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট কে প্রদান।	৯৬০০০.০০
	মোট কোভিড-১৯	**৪৯৬০০০.০০**

	সর্ব মোট ব্যয়	১৩১৫২০০০.০১
০১৯	০২ নং ইসলামপুর পূর্ব ইউনিয়নের জনসাধারনের জন্য ঢেউ টিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০
২০	০৩ নং তেলিখাল ইউনিয়নের জনসাধারনের জন্য ঢেউ টিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০
২১	০৪ নং ইছাকলস ইউনিয়নের জনসাধারনের জন্য ঢেউ টিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০
২২	০৫নং উত্তর রণিখাই ইউনিয়নের জনসাধারনের জন্য ঢেউ টিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০
২৩	০৬নং দক্ষিণ রণিখাই ইউনিয়নের জনসাধারনের জন্য ঢেউ টিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০
২৪	০১ নং পশ্চিম ইসলামপুর ইউনিয়নের জনসাধারনের জন্য ঢেউ টিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০
২৫	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে জনসাধারণের জন্য ঢেউ টিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০
২৬	কোম্পানীগঞ্জ গ্রামের নির্মানাধীন মরহুম মাহমুদ আলী জামে মসজিদ / মক্তব উন্নয়ন।	২০০০০০.০০
২৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাস ভবনের জন্য আইপিএস ক্রয় ও স্থাপন	৮০০০০.০০
২৮	কোম্পানীগঞ্জ গ্রামের নির্মানাধীন মরহুম মাহমুদ আলী মক্তব উন্নয়ন।	২০০০০০.০০
২৯	উপজেলা পরিষদ এর জন্য একটি ল্যাবটপ, একটি এলইডি মনিটর, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং দুইটি আলমারি ক্রয় ও সরবরাহ।	১৯৩৮০৩.০০
৩০	উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষের জন্য ২৫টি হাতাওয়ালা চেয়ার ও উপজেলা পরিষদ মিলানায়তের জন্য প্লাষ্টিকের চেয়ার ক্রয়।	২২৫৩০০.০০
৩১	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের জন্য ০২টি সেট সিসি ক্যামেরা ক্রয়।	৩০০০০০.০০
৩২	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে ধলাই নদীর রাস্তার সাইট মেরামত।	১৭০০০০.০০
৩৩	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অসহায় পরিবারের জন্য নলকূপ সামগ্রী বিতরণ।	২০০০০০.০০
৩৪	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অসহায় মহিলাদের জন্য সেলাই মেশিন ক্রয় ও সরবরাহ।	১৫০০০০.০০
৩৫	তৈমুর নগর গ্রামের জামে মসজিদ / মুক্তব উন্নয়ন।	২০০০০০.০০
৩৬	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা গরীব দুঃখী পরিবারের জন্য নলকূপ সামগ্রী বিতরণ ।	১৫০০০০.০০
৩৭	কোম্পানীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় ও বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুলে ২টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ২টি প্রিন্টার ক্রয় ও সরবরাহ।	২০০০০০.০০
৩৮	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার অসহায় মহিলাদের জন্য সেলাই মেশিন ক্রয় ও সরবরাহ।	২০০০০০.০০
৩৯	গৌরিনগর দক্ষিণ পাড়া পুরান মক্তবের উন্নয়ন।	২০০০০০.০০
৪০	উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয়ে ১টি ল্যাবটপ ও উপজেলা পরিষদের জন্য ১টি ল্যাবটপ ও ২টি প্রিন্টার ক্রয় ও সরবরাহ।	১৫১০০০.০০

ক্রম	ইউডিজিপি	বরাদ্দ
১	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের পোষ্যদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২৭৯৩৫/--
২	স্মার্ট বাংলাদেশ সুনাগরিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১৫৫৯০০/-
৩	ফ্রি ল্যান্সিং/ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবক যুবতীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	১৭৩৬৮৩/-
৪	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাগণের জন্য আইটিইএস সার্ভিস লিডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪৩৯৭০/-
৫	ই-মিউটেশন, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর সংগ্রহ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১২৪৮৮৭/-
৬	কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেকার যুবক যুবতিদের ফটোগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণ	১৪৫৪৫০/-
৭	মাধ্যমিক শিক্ষকদের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২৮১৭৫/-
মোট		১০,০০০০০/-
৮	স্মার্ট কৃষি (কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ) সেন্সর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	৪০,০০০০০/-
মোট		৪০,০০০০০/-

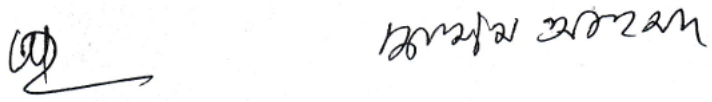

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

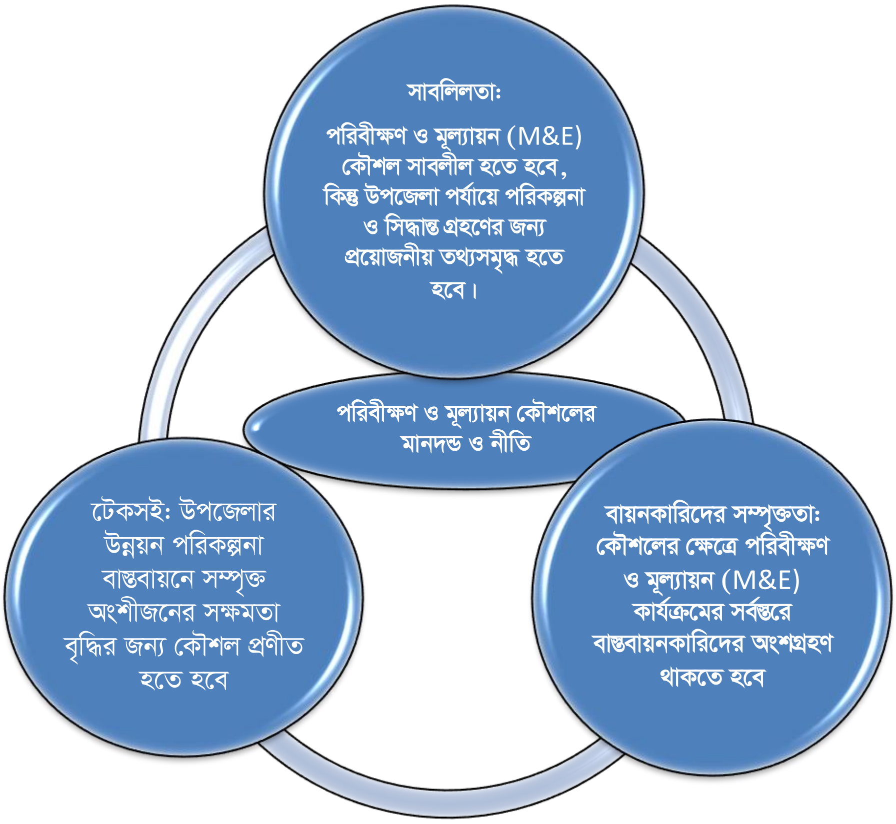

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . . অর্থ বছরের . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশলঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ প্রেরণ করবে।